৪. বেটার ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস (বি.এম.পি.) নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলুন। চাষের সময় পুকুরের জল এবং জল-মাটি-সংযোগস্থলের নমুনা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। পুকুরের চিংড়িগুলিকে নিয়মিত নজরে রাখুন। কোন অস্বাভাবিক উপসর্গ বা আচরণ দেখা দিলে অবিলম্বে কোনো জলকৃষি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করুন।

৫. চিংড়িচাষের জন্য প্রোবায়োটিক এবং ইমিউনোস্টিমুল্যান্ট সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া য়ায়। কিন্তু এ্যাকোয়াকালচার স্পেশালিস্ট এর পরামর্শ ব্যতীত যথেচ্ছ পরিমানে রাসায়নিক দ্রব্য অথবা অন্যান্য ওষুধ পুকুরে ব্যবহার করবেন না।

রচনা

ডঃ এস. কে. ওট্টা, ডঃ এম. পুর্ণিমা, ডঃ পি. এজিল প্রবিনা, ডঃ টি. ভুবনেশ্বরী, ডঃ আর. আনন্দ রাজা, শ্রী টি. সতিশ কুমার এবং ডঃ এস. ভি. আলাবাণ্ডি

অনুবাদ

ডঃ সঞ্জয় দাস, ডঃ গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, ডঃ তাপস কুমার ঘোষাল এবং ডঃ দেবাশীষ দে

যোগাযোগ

নির্দেশক

ভা.কৃ.অনু.প. - কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)

৭৫, সান্থম হাইরোড, আর. এ. পুরম, চেন্নাই - ৬০০০২৮, ভারত

ই.মেল: director@ciba.res.in ফোন: ০৪৪ ২৪৬১ ০৩১১ (সরাসরি)

ই.পি.বি.এক্স. : ০৪৪ ২৪৬১ ৮৮১৭, ২৪৬১ ৬৯৪৮, ফ্যাক্স: ০৪৪ ২৪৬১ ০৩১১

সি.আই.বি.এ. এক্সটেনশন সিরিজ নং - ৫১

চিংড়ির হোয়াইট স্পট ডিজিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

ভাকৃঅনুপ - কেন্দ্রীয় খারা জলজীব পালন অনুসংধান সংস্থান
ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF BRACKISHWATER AQUACULTURE

ভা.কৃ.অনু.প. - কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা
(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)
৭৫, সান্থম হাইরোড, আর. এ. পুরম, চেন্নাই - ৬০০০২৮, ভারত

২০১৬

হোয়াইট স্পট ডিজিজ আসলে কি?

হোয়াইট স্পট ডিজিজ হলো নোনা জলের চিংড়ির একটি মারাত্মক রোগ। এই প্রাণঘাতী রোগ সংক্রমিত ব্রুডস্টক থেকে মীনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে (ভার্টিকাল ট্রান্সমিশান) অথবা সংক্রমিত পরিবেশ ও বাহক দ্বারাও চাষের চিংড়ির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সকল কবচী প্রাণী, যেমন- চিংড়ি (বাগদা, ভেনামী, চাপড়া, কড়া ইত্যাদি) ও কাঁকড়া এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চিংড়ির সকল জীবদ্দশাতেই এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত চিংড়ির মধ্যে খাবারের প্রতি অনীহা ও দুর্বল ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং প্রায়শই পুকুরের ধারে ভাসতে দেখা যায়। আক্রান্ত চিংড়ির খোলসের ওপর সাদা ফুটকি দাগ দেখা যায়। কোন কোন সময় দেহ লাল রঙের হয়ে যায়। কিন্তু ভেনামী চিংড়ির ক্ষেত্রে এই সাদা দাগ অনেক সময় স্পষ্ট বোঝা যায় না। সংক্রমণের ২-৩ দিনের মধ্যেই মাছ মরতে শুরু করে এবং তার ৫-৭ দিনের মধ্যেই মৃত্যুর হার ৮০-৯০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে যায়। এই অবস্থায় মাছ অবিলম্বে তুলে ফেলা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

হোয়াইট স্পট ডিজিজ রোগের কারণ কি?

চিংড়ির এই মারন রোগ হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস নামক একটি ভাইরাস দ্বারা হয়। এটি একটি ডবল স্ট্র্যান্ডের ডি.এন.এ. ভাইরাস।

হোয়াইট স্পট ডিজিজ কি ভাবে ছড়ায়?

এই রোগ সংক্রমিত ব্রুডস্টক থেকে (ভার্টিকাল ট্রান্সমিশান) অথবা সংক্রমিত পরিবেশ থেকে (হরাইজন্টাল ট্রান্সমিশান) ছড়াতে পারে। তবে মূলত: এই রোগ সংক্রমিত মাটি ও জলের মাধ্যমে অথবা এই রোগের জীবানু বহনকারী জীবকে চিংড়ি খাদ্য হিসাবে খেলেও ছড়ায়। বিভিন্ন কবচী প্রাণী, যেমন-কাঁকড়া, কোপিপোড এই রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন জলজ পোকা, যেমন-পলিকীট, ব্যালানাস এই রোগের ভাইরাস বহন করে। এই ভাইরাস জল এবং ভেজা মাটিতে বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। পুকুরের জলকে ঠিকমত শোধণ না করে চিংড়ি মজুত করলে সংক্রমিত জল এবং বাহক দ্বারা এই রোগের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। সবসময় পি.সি.আর. দ্বারা পরীক্ষা করা হোয়াইট স্পট সিন্ড্রোম ভাইরাস (ডব্লু.এস.এস.ভি) মুক্ত মীনই মজুত করা উচিত। পুকুরের প্রস্তুতিকরন ঠিকমতো না হলে চিংড়িচাষ শুরুর প্রথম দিকেই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মাছ ছাড়ার এক মাসের মধ্যেই এই মারাত্মক রোগ হতে পারে। তখন এই রোগকে আর্লি মর্টালিটি সিন্ড্রোমের মতো মনে হয়।

হোয়াইট স্পট ডিজিজ হলে তার বিশেষ কোনো চিকিৎসা নেই, প্রতিরোধই এই রোগ এড়ানোর একমাত্র উপায়।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি এই রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে

১. হোয়াইট স্পট ডিজিজের ভাইরাস ভেজা মাটিতে বহুদিন বেঁচে থাকতে পারে। তাই পুকুর যথাযথভাবে শুকোনো এবং সঠিক পরিমানে চুন দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক বছরে একাধিকবার চাষ করলে দুটি চাষের মাঝে ৩-৪ সপ্তাহ সময় রাখা উচিত পুকুরের প্রস্তুতিকরনের জন্য।

২. কমপক্ষে পি.এল. ১৫ লার্ভা মজুত করা উচিত। স্ট্রেস পরীক্ষা দ্বারা উত্তীর্ণ এবং পি.সি.আর. দ্বারা ডব্লু.এস.এস.ভি মুক্ত মীনই মজুত করা উচিত।

৩. বিভিন্ন জৈবসুরক্ষা বিধি যথাযথভাবে পালন করুন। খামারে কাঁকড়া বেড়া ও পাখির বেড়া যথাযথভাবে থাকা উচিত। খামারে একটি জলাধার পুকুর রাখুন। খামারের কর্মীরা যাতে ভালো স্বাস্থ্যবিধি এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা মেনে চলে সেদিকে নজর দেওয়া উচিত।